ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৩৬৪৫
আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর রাজ্যে উন্নয়নে গতি এসেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের জনগণের সার্বিক কল্যাণে সরকার যে সমস্ত কর্মসূচি রূপায়ণ করছে তা সমাজে প্রতিফলিত করার ক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এরফলে রাজ্যের ব্যাপক অংশের জনগণও উপকৃত হবেন। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বিবেকানন্দ বিচারমঞ্চ দ্বারা আয়োজিত সামাজিক মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির প্রচার বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। কর্মশালায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে যুবক যুবতীগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার মতো ছোট রাজ্যেও প্রচুর সংখ্যক মানুষ সামাজিক মাধ্যমের সঙ্গে জড়িত। সামাজিক মাধ্যমে রাজ্যের কল্যাণে গৃহীত মন্ত্রিসভার বিভিন্ন সিদ্ধান্তগুলি জনগণের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। সেই দিশায় যুব সমাজকে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৮ সালে রাজ্যে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর রাজ্যে উন্নয়নে গতি এসেছে। রাজ্যে স্বরোজগারীর সংখ্যাও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়কালে রাজ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণ ৭৫ শতাংশ বেড়েছে। এটা রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজেরই প্রতিফলন। তিনি বলেন, বিগত সরকার সব সময় কেন্দ্রীয় বঞ্চনার দোহাই দিয়ে রাজ্যের জনগণকে বিভ্রান্ত করে গেছে। ফলে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের সব অংশের মানুষের রোজগার দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। রাজ্যের মানুষকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিল্প ক্ষেত্রে মাঝারি, ক্ষুদ্র, ছোট শিল্প ক্ষেত্রগুলির উন্নয়ন করা হয়েছে। ফলে রাজ্যে স্বরোজগারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত সরকারের আমলে রাজ্যে গণবন্টন ব্যবস্থা সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই দূর্নীতি ছিল। বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গণবন্টন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা এনেছে। প্রচুর পরিমাণ ভূয়ো রেশনকার্ড বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি বিগত সরকারের আমলে রাজ্যে যে চাঁদাবাজির জুলুম ছিল তাও বন্ধ করে দিয়েছে বর্তমান সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছেন। তখন থেকে আমাদের রাজ্যেও ট্যুইটার, ফেসবুকের মতো সামাজিক মাধ্যমগুলির ব্যাপক প্রসার শুরু হয়েছে। রাজ্যের জনগণও বিভিন্ন দিক দিয়ে উপকৃত হচ্ছেন। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের মাধ্যমে একসঙ্গে ১৮ কোটি টাকা কৃষকদের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়েছে। তাতে রাজ্যের ব্যাপক অংশের কৃষকও উপকৃত হয়েছেন। তিনি বলেন, সামাজিক মাধ্যমে জনকল্যাণে গৃহীত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার ক্ষেত্রে যুব সমাজের এগিয়ে আসাতে হবে। এক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

২য় পাতায়

কর্মশালায় দেশের বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা সোস্যাল মিডিয়া বিশেষজ্ঞ সুশান্ত সিনহা বলেন, সরকারের উন্নয়নমূলক কাজগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যমের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। সোস্যাল মিডিয়ায় ট্যুইটার, ফেসবুক ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারের চিন্তাধারা ও পরিকল্পনাগুলি সহজেই জনগণের মধ্যে পৌঁছানো যেতে পারে। সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে ট্যুইটার জনগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলতে পারে। ট্যুইটারের মাধ্যমেই রাজ্যে কি কি উন্নয়ন হয়েছে তা দেশ বিদেশের মানুষও জানতে পারবে। সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার দেশ ও রাজ্যের ভালোর জন্যই ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

কর্মশালায় দিল্লি থেকে আগত সোস্যাল মিডিয়া বিশেষজ্ঞ অপূর্বা সিং বলেন, সোস্যাল মিডিয়া এমন একটি মাধ্যম যা দ্রুত তথ্য আদান প্রদান করতে পারে। দেশে বর্তমানে সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সময়কালেই দেশে মোবাইল নেটওয়ার্ক পরিষেবা সহজতর হয়েছে। যার সুফল এখন দেশবাসী পাচ্ছেন। কর্মশালায় ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মানিক সাহা বলেন, মানুষের জ্ঞান লাভের পরিধিকে আরও প্রসারিত করতে সামাজিক মাধ্যম অন্যতম ভূমিকা নিতে পারে। সামাজিক মাধ্যমের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রচার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি যুব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য ও ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব অমিত রক্ষিত। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার।

****